দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...08 MAY 2007...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা শতভাগ বেতন পাবেন

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নেই এটা বলা ঠিক হবে না -শিক্ষা উপদেষ্টা

ষ্টাফ রিপোর্টার

শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী বলেছেন, আগামী জুলাই থেকে দেশের পৌনে পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বিনা শর্তে ১০০ ভাগ বেতন সরকার থেকে পাবেন। এ ক্ষেত্রে জোট সরকারের আমলে জুড়ে দেয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার শর্ত থাকছে না। একটি পয়সাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার নেবে না। ১০ মে এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে তিনি বলেন, নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এবার ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৫ লাখ ৪১ হাজার ৮১৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। তিনি গতকাল সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে এ কথা বলেন। এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে দুর্নীতি নিয়ে উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি উপস্থিত বোর্ড চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলীর দিকে দৃষ্টি দেন। চেয়ারম্যান 'কোথাও দুর্নীতি নেই...' বলে বক্তৃতা শুরু করলে

পৃঃ২ক

জুলাই থেকে বেসরকারী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

উপদেষ্টা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি নেই এটা বলবেন না। এটা বলা ঠিক হবে না। শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি নিয়ে তিনি বলেন, আসলে পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। সব কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

এইচএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী বলেন, এবার পরীক্ষার কেন্দ্রে ঢোকার আগেই পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নকলমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের কাছে প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তিনি নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। লোডশেডিংয়ের কারণে পরীক্ষার্থীদের সমস্যা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছি। তবে চিঠি দিয়ে তো বিদ্যুৎ আনা যাবে না। ফলে ওদের আসলে কষ্টই করতে হবে। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার বেশকিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস বিকৃতি রোধের কাজ শেষ পর্যায়ে।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে প্রকল্পের' (পিইডিপি-২) নানা বিষয়ে গতিশীলতা আনা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ক্লাস রুম নির্মাণ, ৩৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি সরবরাহ ও টয়লেট সুবিধা বাড়ানো হচ্ছে। ১১টি দাতা সংস্থা এর সঙ্গে জড়িত। আগামী অক্টোবরে প্রকল্পের 'মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন' (মিডটার্ম ইভাল্যুয়েশন) সভা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানী ঢাকার সমস্যাকবলিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এককভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা মন্ত্রণালয় থেকে দেখা সম্ভব নয়।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি নিয়ে তিনি বলেন, আগামীকাল (আজ) চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হলে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হবে। এতে পরিবর্তন ও গতিশীলতা আসবে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস ও সার্টিফিকেট ব্যবসা যে কোন মূল্যে বন্ধ করা হবে। তাদের জন্য আইন সংস্কার করা হচ্ছে। এতে ভিসিকেই একাডেমিক সব বিষয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি করা হবে। আর সব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আইন তৈরীর কাজ চলছে।

মতবিনিময়ে অন্যান্যের মাঝে শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব একেএম মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া ও সংস্কৃতি সচিব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এবং কারিগরি শিক্ষাবোর্ডসহ মোট ৯টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৭ সালের পরীক্ষায় ৫ লাখ ৪১ হাজার ৮১৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। গত বছর নয়টি শিক্ষাবোর্ডে ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬৬৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

সাতটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এবার মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার ২৪৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ লাখ ২৯ হাজার ১৭৯ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১ লাখ ৪ হাজার ৩৯৪ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৪৬ হাজার ৫৭৩ জন, যশোর বোর্ডে ৮০ হাজার ৫৩৫ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩৭ হাজার ৭৬৪ জন, বরিশাল বোর্ডে ২৪ হাজার ৫৯৯ জন, সিলেট বোর্ডে ১৭ হাজার ২০৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় নিবন্ধিত হয়েছে। মোট ৩ হাজার ১৬২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসব পরীক্ষার্থীরা ১ হাজার সাতটি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেবে। সাত শিক্ষাবোর্ডে এবার মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৪২ হাজার ৮৬৫ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৯৭ হাজার ৩৮৩ জন ছাত্রী।

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীন আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় এবার ৫২ হাজার ৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। ২ হাজার ৬৭৯টি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৪৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা অংশ নেবে। এছাড়াও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে এক হাজার ১১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৮০টি কেন্দ্রে এবার এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৪৯ হাজার ৫৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। আগামী ২১ জুন পরীক্ষা শেষ হবে।